International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 269-275
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.220

ভারতের বিদেশ নীতি: জোটনিরপেক্ষতা থেকে বহু-সংযুক্তির পথে

নৌরিন সিদ্দিকী

গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 20.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

India's foreign policy has undergone a remarkable transformation from the foundational doctrine of non-alignment during the Cold War era to the contemporary practice of multi-alignment in the post-bipolar world order. This paper examines the trajectory of this evolution, tracing the philosophical underpinnings of India's diplomatic posture from Jawaharlal Nehru's vision of non-alignment as a sovereign assertion of independent decision-making to the pragmatic, interest-driven multi-alignment of the twenty-first century. The collapse of the Soviet Union, the unfolding of economic globalization, and the emergence of complex interdependence fundamentally altered the structural context within which India operates. In the new world order, rigid ideological alignment has given way to flexible, issue-based partnerships and engagements. India today navigates a complex web of relationships—participating in China-led SCO while simultaneously engaging in the US-promoted Quad, maintaining strategic autonomy even as it deepens bilateral ties with major powers. The paper explores India's core national interests, its areas of convergence and divergence with the United States and China, its challenges and opportunities in South Asia, its increasing reliance on soft power, and the constraints it faces in its aspiration to reclaim the status of Vishwa Guru. The study concludes that despite changing international configurations, India's commitment to strategic autonomy remains the enduring core of its foreign policy.

Keywords: *Non-Alignment, Multi-Alignment, Strategic Autonomy, Indian Foreign Policy, Soft Power, Quad, India-China Relations, SCO, Congagement*

১. ভূমিকা:

লর্ড পামারস্টোন বহু আগে বলেছিলেন, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোনো স্থায়ী বন্ধু বা শত্রু নেই—কেবলমাত্র স্বার্থই স্থায়ী। এই সহজ অথচ গভীর সত্যটি যেকোনো দেশের বিদেশ নীতির মূলনীতি বোঝার জন্য একটি অপরিহার্য পথপ্রদর্শক। রাষ্ট্রের বেঁচে থাকা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিটি দেশ তার বিদেশ নীতি প্রণয়ন করে।

ভারতের ক্ষেত্রে এই সত্যটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের বিদেশ নীতি নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসেছে। স্নায়ুযুদ্ধের উত্তপ্ত দ্বিমেরু পরিবেশে জওহরলাল নেহরু যে জোটনিরপেক্ষতার নীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা কেবল একটি কূটনৈতিক কৌশল ছিল না—এটি ছিল একটি দার্শনিক অবস্থান, একটি স্বাধীন জাতির আত্মপ্রকাশের ঘোষণা। *নেহরু* বিশ্বাস

করতেন যে ভারত উভয় শক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে পারবে এবং নিজস্ব কণ্ঠস্বর বজায় রেখে বিশ্বমঞ্চে একটি সম্মানজনক স্থান অর্জন করবে (নেহরু, ১৯৪৬)। কিন্তু ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্বের রাজনৈতিক ভূমিচিত্র আমূলভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। দ্বিমেরু বিশ্বের অবসানের সাথে সাথে জোটনিরপেক্ষতার মূল ভিত্তি—দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগোষ্ঠীর অস্তিত্ব—বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরপর থেকে ভারতের বিদেশ নীতি ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে একটি নতুন রূপ নিয়েছে, যাকে আধুনিক বিশ্লেষকরা 'বহু-সংযুক্তি' বা *multi-alignment* বলে অভিহিত করেন (প্যান্ট, ২০১৬)।এই বহু-সংযুক্তির নীতির আওতায় ভারত একই সময়ে চীনের নেতৃত্বাধীন শাংহাই সহযোগিতা সংস্থায় (SCO) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তিত Quad-এ অংশগ্রহণ করছে। এই পুরো প্রক্রিয়াটির মধ্য দিয়ে ভারত একটি জিনিস অটুট রাখতে চেষ্টা করেছে— তার কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন (*strategic autonomy*)।

এই গবেষণাপত্রে আমরা ভারতের বিদেশ নীতির এই রূপান্তরকে ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করব। বিশেষভাবে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করা হবে: ভারতের বিদেশ নীতির মূল স্বার্থগুলো কী? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সাথে ভারতের সম্পর্কে সাযুজ্য ও বিরোধের ক্ষেত্রগুলো কোথায়? দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের জন্য সুযোগ ও চ্যালেঞ্জগুলো কী? কেন ভারত কঠিন শক্তির পরিবর্তে নরম শক্তির উপর জোর দিচ্ছে?

২. সাহিত্য পর্যালোচনা:

ভারতের বিদেশ নীতি বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রটি বেশ সমৃদ্ধ এবং বহুমাত্রিক। বিভিন্ন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং প্রতিটি রচনা একটি স্বতন্ত্র আলোকপাত উপস্থাপন করে।

নেহরু (১৯৪৬) তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ *The Discovery of India*-এ ভারতের বৈদেশিক নীতির দার্শনিক ভিত্তি স্থাপন করেন। জোটনিরপেক্ষতার ধারণাটি এই দার্শনিক অঙ্গীকার থেকেই উৎসারিত।

নায়ার ও পল (২০০৩) তাঁদের গ্রন্থ *India in the World Order: Searching for Major-Power Status*-এ দেখান যে ভারত দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বব্যবস্থায় মধ্যম শক্তির স্তর থেকে বৃহৎ শক্তির মর্যাদায় উত্তরণের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে।

রাজা মোহান (২০০৩) তাঁর বহুল আলোচিত গ্রন্থ *Crossing the Rubicon: The Shaping of India's New Foreign Policy*-এ দেখান যে ১৯৯৮ সালের পোখরান পারমাণবিক পরীক্ষার পর ভারতের বিদেশ নীতিতে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে।

মালোন (২০১১) তাঁর *Does the Elephant Dance? Contemporary Indian Foreign Policy* গ্রন্থে সমকালীন ভারতের বিদেশ নীতির জটিলতাগুলো সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর বিশেষ অবদান হলো ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গতিশীলতা এবং বিদেশ নীতি নির্মাণের মধ্যে সম্পর্ক উন্মোচন করা।

প্যান্ট (২০১৬) তাঁর গ্রন্থ *Indian Foreign Policy: An Overview*-এ ভারতের বিদেশ নীতির একটি সামগ্রিক ও আধুনিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন।

থারুর (২০১২) তাঁর *Pax Indica: India and the World of the 21st Century* গ্রন্থে ভারতের বৈশ্বিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন— শুধু নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক স্বার্থে নয়, বরং সভ্যতাগত মূল্যবোধের প্রচার এবং বৈশ্বিক দক্ষিণের কণ্ঠস্বর হওয়ার প্রশ্নেও।

নাই (২০০৪) তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ *Soft Power: The Means to Success in World Politics*-এ নরম শক্তির ধারণাটি উপস্থাপন করেন।

কোহেন (২০০১) তাঁর *India: Emerging Power* গ্রন্থে ভারতকে একটি উদীয়মান শক্তি হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং ভারতের শক্তির উৎস ও সীমাবদ্ধতা উভয়ই চিহ্নিত করেছেন।

অ্যাপাডোরাই (১৯৮১) তাঁর *The Domestic Roots of India's Foreign Policy, 1947-1972* গ্রন্থে দেখান যে ভারতের বিদেশ নীতি কখনোই শুধু বাহ্যিক কারণে নির্ধারিত হয়নি।

ম্যাঙ্গিং (১৯৮৪) তাঁর *India's Search for Power* গ্রন্থে ভারতের বিদেশ নীতির ধারণাগত ভিত্তি এবং বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে ব্যবধান নিয়ে আলোচনা করেছেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৭০) তাঁর *The Making of India's Foreign Policy* গ্রন্থে ভারতের বিদেশ নীতি নির্মাণের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করেছেন।

বাজপাই ও মাট্টু (২০০০) তাঁদের সম্পাদিত গ্রন্থ *The Peacock and the Dragon: India-China Relations in the 21st Century*-এ ভারত-চীন সম্পর্কের বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন।

৩. গবেষণার ফাঁক (Research Gap):

বিদ্যমান সাহিত্যের পর্যালোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে ভারতের বিদেশ নীতি বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য শূন্যতা রয়েছে, যা এই গবেষণাপত্রটি পূরণ করার চেষ্টা করে।

প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ফাঁক হলো বাংলা ভাষায় তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অনুপস্থিতি। ভারতের বিদেশ নীতি বিষয়ক প্রায় সমস্ত মৌলিক গবেষণা ইংরেজি ভাষায় রচিত। বাংলাভাষী পাঠক ও গবেষকদের জন্য এই বিষয়ে গভীর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কার্যত অনুপলব্ধ। বিশেষত জোটনিরপেক্ষতা থেকে বহু-সংযুক্তিতে রূপান্তরের ধারণাগত কাঠামোটি বাংলায় বিশ্লেষিত হয়নি।

দ্বিতীয় ফাঁক হলো মোদী-পরবর্তী যুগে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে পদ্ধতিগত গবেষণার অভাব। ২০১৪ সালের পর থেকে ভারতের বিদেশ নীতিতে একটি স্বতন্ত্র সক্রিয়তা (proactivism) লক্ষ করা যাচ্ছে—নেইবারহুড ফার্স্ট, অ্যাক্ট ইস্ট, ভয়েস অব গ্লোবাল সাউথ ইত্যাদি উদ্যোগে। কিন্তু এই নতুন কার্যকলাপের সাথে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের ঐতিহ্যগত ধারণার সম্পর্ক এবং ধারাবাহিকতা-বিচ্ছেদের প্রশ্নটি সাহিত্যে পর্যাপ্তভাবে অনুসন্ধান করা হয়নি।

তৃতীয় ফাঁক হলো নরম শক্তির আঞ্চলিক প্রয়োগ ও কার্যকারিতার মূল্যায়নে গবেষণার শূন্যতা। নাইয়ের (২০০৪) তত্ত্ব এবং থারুরের (২০১২) প্রয়োগ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ভারতের নরম শক্তি আলোচনা করলেও দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক স্তরে— বিশেষত বাংলাদেশ, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে— ভারতের নরম শক্তি কূটনীতির কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে গভীর গবেষণা প্রায় অনুপস্থিত।

চতুর্থ গবেষণার ফাঁক রয়েছে ভারত-চীন সম্পর্কের 'কংগেজমেন্ট' ধারণার তাত্ত্বিক পুনর্মূল্যায়নে। ২০২০ সালের গালওয়ান সংঘর্ষ এবং তার পরবর্তী কূটনৈতিক পরিস্থিতি বাজপাই ও মাট্টুর (২০০০) মূল কংগেজমেন্ট ধারণাকে নতুনভাবে পরীক্ষার দাবি রাখে। সীমান্ত সংঘর্ষের পরেও কি একই কংগেজমেন্ট কাঠামো প্রযোজ্য, নাকি ভারত-চীন সম্পর্কের বর্ণনার জন্য নতুন তাত্ত্বিক সরঞ্জাম প্রয়োজন—এই প্রশ্নটি সাহিত্যে অপর্যাপ্তভাবে অন্বেষিত।

পঞ্চম ফাঁক হলো বহু-সংযুক্তির নীতিতে অভ্যন্তরীণ রাজনীতির নির্ধারক ভূমিকার অনুসন্ধান। অ্যাপাডোরাই (১৯৮১) এবং মালোন (২০১১) অভ্যন্তরীণ কারণগুলোর গুরুত্ব স্বীকার করলেও, বর্তমান সময়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থান, নির্বাচনী রাজনীতি এবং ভারতের বহু-সংযুক্তি কৌশলের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কটি পদ্ধতিগতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

এই গবেষণাপত্রটি উপরোক্ত ফাঁকগুলোকে আংশিকভাবে পূরণ করার একটি প্রচেষ্টা। বিশেষত বাংলা ভাষায় জোটনিরপেক্ষতা-বহু-সংযুক্তির রূপান্তরকে তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করা, কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের অটুট মর্মকে চিহ্নিত করা এবং সমসাময়িক চ্যালেঞ্জগুলোর একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন উপস্থাপন করাই এই গবেষণার মূল অবদান।

৪. গবেষণা পদ্ধতি:

এই গবেষণাপত্রটি মূলত গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে রচিত হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের সরকারি দলিল, সংসদীয় বিতর্ক, বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কের ভাষণ ও বিবৃতি এবং আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র ব্যবহার করা হয়েছে। মাধ্যমিক উৎস হিসেবে একাডেমিক গ্রন্থ, সমকালীন গবেষণাপত্র, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক জার্নাল নিবন্ধ এবং বিশ্বস্ত সংবাদমাধ্যমের বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণার পদ্ধতিগত কাঠামো হিসেবে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (*content analysis*), ঐতিহাসিক তুলনামূলক পদ্ধতি এবং কেস স্টাডি পদ্ধতির সমন্বয় করা হয়েছে। ঐতিহাসিক পদ্ধতির মাধ্যমে জোটনিরপেক্ষতার উৎস ও বিকাশ চিহ্নিত করা হয়েছে। তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে স্নায়ুযুদ্ধকালীন এবং স্নায়ুযুদ্ধোত্তর বিদেশ নীতির মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫. ভারতের বিদেশ নীতির মূল স্বার্থ:

যেকোনো রাষ্ট্রের বিদেশ নীতি বিশ্লেষণের প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো সেই রাষ্ট্রের মূল জাতীয় স্বার্থগুলো চিহ্নিত করা। কারণ বিদেশ নীতি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমষ্টি নয়— এটি রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ রক্ষার একটি সুসংগঠিত কৌশলগত পরিকল্পনা।প্রথম এবং সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের স্বার্থ হলো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার নিশ্চয়তা। কাশ্মীর প্রশ্ন আজও ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের কেন্দ্রীয় উত্তেজনার উৎস (দীক্ষিত, ২০০৩)।দ্বিতীয় মূল স্বার্থ হলো সার্বভৌমত্ব ও কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন রক্ষা। ভারত সবসময় বিদেশী শক্তির নির্দেশ মেনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিরোধী (ম্যাঙ্গিং, ১৯৮৪)।তৃতীয় মূল স্বার্থ হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন। বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর নিশ্চিত করা এবং বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় পণ্যের প্রবেশাধিকার সুরক্ষিত করা ভারতের অর্থনৈতিক কূটনীতির মূল এজেন্ডা।চতুর্থত, ভারত আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক স্থিতিশীলতায় বিশ্বাস করে। অস্থির প্রতিবেশী পরিবেশ ভারতের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে এবং বিদেশী বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে।
পঞ্চমত, বিশ্বব্যবস্থায় মর্যাদা বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা ভারতের একটি দীর্ঘমেয়াদী উচ্চাভিলাষ (কোহেন, ২০০১)।

৬. জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য:

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর বিশ্ব তখন একটি অত্যন্ত উত্তপ্ত ভূ-রাজনৈতিক পরিবেশে বিভক্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে দুটি শিবির— পুঁজিবাদী পশ্চিম ও সমাজতান্ত্রিক পূর্ব— পরস্পরের বিরুদ্ধে একটি নিরন্তর আদর্শিক ও ভূ-রাজনৈতিক লড়াইয়ে নিয়োজিত।

নেহরু বিশ্বাস করতেন যে ভারত তার বিশেষ ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অবস্থানের কারণে একটি সক্রিয় মধ্যস্থকারীর ভূমিকা পালন করতে পারে (নেহরু, ১৯৪৬)।

১৯৫৫ সালের বান্দুং সম্মেলনে পঞ্চশীল নীতি— পারস্পরিক শ্রদ্ধা, অ-আক্রমণ, অ-হস্তক্ষেপ, সমানাধিকার এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান— ভারতের বৈদেশিক নীতির একটি ভিত্তি হয়ে ওঠে। ১৯৬১ সালে

বেলগ্রেডে প্রথম NAM শীর্ষ সম্মেলনে নেহরু, টিটো এবং নাসেরের উদ্যোগে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৬২ সালে চীনের সাথে যুদ্ধে ভারতের পরাজয় জোটনিরপেক্ষতার বাস্তব দুর্বলতা উন্মোচন করে। ১৯৭১ সালে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর এই বাস্তববাদী পরিবর্তনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রকাশ (গাঙ্গুলী, ২০১০)।

৭. স্নায়ুযুদ্ধোত্তর বিশ্বে ভারতের বিদেশ নীতির রূপান্তর:

১৯৯১ সালটি ভারতের ইতিহাসে একটি দ্বৈত সংকটের বছর। একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে জোটনিরপেক্ষতার আদর্শিক ভিত্তি বিলুপ্ত হয়। অন্যদিকে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এতটাই তলানিতে ঠেকে যে মাত্র দুই সপ্তাহের আমদানির ব্যয় মেটানোর সামর্থ্য ছিল।নরসিংহ রাও সরকার মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বে অর্থনৈতিক উদারীকরণের নীতি গ্রহণ করেন এবং 'লুক ইস্ট' নীতি প্রবর্তন করেন।

২০০৫ সালে ভারত-মার্কিন বেসামরিক পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তি— যা ১২৩ চুক্তি নামে পরিচিত— ভারতের বিদেশ নীতির এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রতীক। এই চুক্তিটি কার্যত স্নায়ুযুদ্ধকালীন ভারত-মার্কিন দূরত্বের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি চিহ্নিত করে (রাজা মোহান, ২০০৩)।

৮. বহু-সংযুক্তি: সমসাময়িক ভারতীয় বিদেশ নীতির চরিত্র:

'বহু-সংযুক্তি' (multi-alignment) শব্দটি সমসাময়িক ভারতের বিদেশ নীতির সবচেয়ে যুক্তিসংগত এবং নির্ভুল বর্ণনা। এই নীতির মূল কথা হলো ভারত বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন শক্তির সাথে সম্পৃক্ত হবে, কিন্তু কোনো একটি শক্তির সাথে সামগ্রিক বা স্থায়ী মৈত্রীতে আবদ্ধ হবে না।বহু-সংযুক্তির নীতি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোর সাথে একযোগে সম্পর্ক বজায় রাখার সুযোগ দেয়। ভারত একই সময়ে SCO- তে চীনের সাথে এবং Quad-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অংশগ্রহণ করছে (মালোন, ২০১১)।

২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটে ভারতের ভূমিকা বহু-সংযুক্তির একটি স্পষ্ট উদাহরণ। ভারত জাতিসংঘে রাশিয়াকে নিন্দা করার প্রস্তাবে ভোটদান থেকে বিরত থাকে এবং পশ্চিমা দেশগুলোর চাপ সত্ত্বেও রাশিয়া থেকে ছাড়কৃত মূল্যে তেল ক্রয় অব্যাহত রাখে।

৯. ভারত-মার্কিন সম্পর্ক: সহযোগিতা ও দ্বন্দ্বের দ্বন্দ্ব:

স্নায়ুযুদ্ধকালীন ভারত-মার্কিন সম্পর্ক ছিল অবিশ্বাস এবং দূরত্বের সম্পর্ক। কিন্তু ১৯৯১ সালের পর থেকে এই সম্পর্কের ধরন ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে শুরু করে।আজকের ভারত-মার্কিন সম্পর্ক কয়েকটি মূল স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে 'Major Defense Partner' মর্যাদা, LEMOA, COMCASA এবং BECA চুক্তিগুলো প্রতিরক্ষা সহযোগিতাকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দিয়েছে।তবে রাশিয়া থেকে S-400 ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ক্রয়ের প্রশ্নে মার্কিন CAATSA আইনের অধীনে নিষেধাজ্ঞার হুমকিসহ বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

Quad— ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানের চতুর্পক্ষীয় মঞ্চ— ভারত-মার্কিন কৌশলগত অভিন্নতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশ।

১০. ভারত-চীন সম্পর্ক: কংগেজমেন্টের জটিল রাজনীতি:

ভারত-চীন সম্পর্ক সমসাময়িক বিশ্বের সবচেয়ে জটিল দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কগুলোর একটি। 'কংগেজমেন্ট' (congagement)— কন্টেইনমেন্ট ও এনগেজমেন্টের সমন্বয়— এই সম্পর্ককে সবচেয়ে সঠিকভাবে বর্ণনা

করে (বাজপাই ও মাট্টু, ২০০০)।২০২০ সালে গালওয়ান উপত্যকায় প্রাণঘাতী সংঘর্ষ এবং ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের 'স্ট্রিং অব পার্লস' কৌশল ভারতের জন্য গভীর কৌশলগত উদ্বেগের উৎস।পাকিস্তানের সাথে চীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর (CPEC) ভারতের কাছে বিশেষভাবে উদ্বেগজনক। তবে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুটি দেশ একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

১১. দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত: সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ:

দক্ষিণ এশিয়া ভারতের বিদেশ নীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। ভারতের GDP দক্ষিণ এশিয়ার মোট GDP-র প্রায় ৮০%। 'নেইবারহুড ফার্স্ট' নীতির আওতায় ভারত প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাণিজ্য, সংযোগ ও উন্নয়ন সহযোগিতা জোরদার করছে।কিন্তু অনেক ছোট প্রতিবেশী দেশ ভারতের আঞ্চলিক নেতৃত্বকে আতঙ্কের দৃষ্টিতে দেখে। পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক সবচেয়ে জটিল— ২০০৮ সালের মুম্বই হামলার পর থেকে দ্বিপক্ষীয় শান্তি আলোচনা প্রায় সম্পূর্ণরূপে স্থগিত (দীক্ষিত, ২০০৩)। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো চীনের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি। বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের (BRI) মাধ্যমে চীন দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশে বড় আকারের অবকাঠামো বিনিয়োগ করছে।

১২. ভারতের নরম শক্তি কূটনীতি: সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা:

জোসেফ নাই (২০০৪) প্রদর্শিত নরম শক্তির ধারণা অনুযায়ী সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও নীতির আকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে অন্যদেরকে প্রভাবিত করা সম্ভব। ভারতের কাছে এই নরম শক্তির উৎস বহুবিধ এবং অত্যন্ত শক্তিশালী।বৌদ্ধ ধর্ম, যোগব্যায়াম, আয়ুর্বেদ ভারতের নরম শক্তির গভীরতম উৎস। ২০১৫ সালে জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস (২১ জুন) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবটি মাত্র ৭৭ দিনে ১৭৭টি দেশের সমর্থন পায়।ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প এবং প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায় (ডায়াস্পোরা) নরম শক্তির আরেকটি শক্তিশালী উৎস (থারুর, ২০১২)।তবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে উদ্বেগ এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সমালোচনা ভারতের গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

১৩. কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন: ভারতের বিদেশ নীতির অপরিবর্তনীয় মর্ম:

নেহরু থেকে মোদী— ভারতের বিদেশ নীতির অনেক কিছুই বদলেছে। কিন্তু একটি জিনিস অটুট রয়েছে: মহাশক্তির চাপের কাছে নতিস্বীকার না করে নিজের বিচারবুদ্ধি ও স্বার্থ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার— কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন। কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন মানে বিচ্ছিন্নতাবাদ নয়। ভারত বিশ্বের সব গুরুত্বপূর্ণ ফোরামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু কোনো একটি শক্তির নির্দেশে চলতে রাজি নয় (সুব্রমণ্যম, ২০০৫)।

১৪. বিশ্বগুরু স্বপ্ন ও বাস্তবতা: ভারতের বৈশ্বিক নেতৃত্বের অন্বেষণ:

'বিশ্বগুরু' ধারণাটি ভারতের প্রাচীন গৌরবের পুনরুদ্ধারের একটি আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে। G20-র সভাপতিত্ব (২০২৩-২৪), ভারতের ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং চন্দ্রযান-৩ মিশনের সাফল্য ভারতের বিশ্বগুরু হওয়ার পথে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।কিন্তু মানব উন্নয়ন সূচকে ভারতের অবস্থান এখনও উদ্বেগজনক। আঞ্চলিক স্তরে দক্ষিণ এশিয়ায় বিশ্বাসযোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা না করে বৈশ্বিক নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা অনেকটা ভিত্তি ছাড়া প্রাসাদ নির্মাণের মতো।

১৫. উপসংহার:

ভারতের বিদেশ নীতির যাত্রা জোটনিরপেক্ষতা থেকে বহু-সংযুক্তির দিকে কোনো হঠাৎ পরিবর্তন নয়— এটি একটি ধারাবাহিক, যুক্তিসংগত এবং বাস্তব পরিস্থিতির সাথে মানানসই বিবর্তন।ভারতের বিদেশ নীতির

সামনে আজ যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে সেগুলো অত্যন্ত জটিল। চীনের ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং পাকিস্তানের সাথে তার মৈত্রী ভারতের নিরাপত্তার জন্য একটি কৌশলগত হুমকি।দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য জবরদস্তি নয়, বরং সত্যিকারের অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, সংখ্যালঘুর অধিকার রক্ষা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করা ভারতের নরম শক্তির সবচেয়ে বড় পুঁজি।

লর্ড পামারস্টোনের সেই সূত্র স্মরণ রেখেই বলতে হয়: ভারতের দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় স্বার্থই তার বিদেশ নীতির একমাত্র স্থায়ী নির্দেশক— এবং সেই স্বার্থ রক্ষার সবচেয়ে কার্যকর পথ হলো কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের অঙ্গীকার অটুট রাখা।

তথ্যসূত্র:

১. অ্যাপাডোরাই, এ। (১৯৮১)। দ্য ডোমেস্টিক রুটস অব ইন্ডিয়াজ ফরেন পলিসি। ১৯৪৭–১৯৭২। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

২. বাজপাই, কে., এবং মাট্টু, এ. (সম্পাদক)। (২০০০)। দ্য পিকক অ্যান্ড দ্য ড্রাগন। ইন্ডিয়া-চায়না রিলেশনস ইন দ্য টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি। হার-আনন্দ পাবলিকেশনস।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, জে. (১৯৭০)। দ্য মেকিং অব ইন্ডিয়াজ ফরেন পলিসি। অ্যালায়েড পাবলিশার্স।

৪. কোহেন, এস. পি। (২০০১)। ইন্ডিয়া। ইমার্জিং পাওয়ার। ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশন প্রেস।

৫. দীক্ষিত, জে. এন। (২০০৩)। ইন্ডিয়াজ ফরেন পলিসি অ্যান্ড ইটস নেইবার্স। জ্ঞান পাবলিশিং হাউস।

৬. গাঙ্গুলী, এস. (সম্পাদক)। (২০১০)। ইন্ডিয়াজ ফরেন পলিসি। রেট্রোস্পেক্ট অ্যান্ড প্রসপেক্ট। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

৭. মালোন, ডি. এম। (২০১১)। ডাজ দ্য এলিফ্যান্ট ড্যান্স? কনটেম্পোরারি ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

৮. ম্যাঙ্গিং, এস। (১৯৮৪)। ইন্ডিয়াজ সার্চ ফর পাওয়ার। সেজ পাবলিকেশনস।

৯. নায়ার, বি. আর., এবং পল, টি. ভি। (২০০৩)। ইন্ডিয়া ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অর্ডার। সার্চিং ফর মেজর-পাওয়ার স্ট্যাটাস। ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।

১০. নাই, জে. এস। (২০০৪)। সফট পাওয়ার। দ্য মিনস টু সাকসেস ইন ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স। পাবলিক অ্যাফেয়ার্স।

১১. নেহরু, জে। (১৯৪৬)। দ্য ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া। মেরিডিয়ান বুকস।

১২. প্যান্ট, এইচ. ভি। (২০১৬)। ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি: অ্যান ওভারভিউ। ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি প্রেস।

১৩. রাজা মোহান, সি। (২০০৩)। ক্রসিং দ্য রুবিকন: দ্য শেপিং অব ইন্ডিয়াজ নিউ ফরেন পলিসি। ভাইকিং।

১৪. রাঘবন, এস। (২০১০)। ওয়ার অ্যান্ড পিস ইন মডার্ন ইন্ডিয়া। পার্মানেন্ট ব্ল্যাক।

১৫. সুব্রমণ্যম, কে। (২০০৫)। শেডিং শিবোলেথস: ইন্ডিয়াজ ইভলভিং স্ট্র্যাটেজিক আউটলুক। ওয়ার্ডস্মিথস।

১৬. থারুর, এস। (২০১২)। প্যাক্স ইন্ডিকা: ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড অব দ্য টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি। অ্যালেন লেন।